ASTRO ARPITA NATH

মঙ্গল দোষের (মাঙ্গলিক) প্রতিকার

Arpita Nath দ্বারা · জ্যোতিষ প্রতিকারের নোট · 2026-09-11

বৈদিক জ্যোতিষে (Jyotish), লগ্ন (Lagna), চন্দ্র বা শুক্র থেকে ১ম, ২য়, ৪র্থ, ৭ম, ৮ম বা ১২শ ভাবে মঙ্গল (Mars) অবস্থান করলে মঙ্গল দোষ (যা কুজ দোষ নামেও পরিচিত) তৈরি হয়। মঙ্গল যেহেতু একটি অগ্নিময় ও আক্রমণাত্মক গ্রহ, তাই সম্পর্ক-সংবেদনশীল এই ভাবগুলিতে এর উপস্থিতি স্বভাবগত মতবিরোধ, কলহ বা বিবাহে বিলম্বের কারণ হতে পারে।

ভয় পাওয়ার বদলে, মঙ্গল দোষ মূলত উচ্চ শারীরিক ও মানসিক শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে। এর প্রতিকারগুলি মঙ্গলের অগ্নিময় প্রভাবকে শান্ত করা এবং মানানসই সঙ্গীর শক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার ওপর জোর দেয়।

প্রধান মন্ত্র ও আধ্যাত্মিক সাধনা

১. মঙ্গল বীজ মন্ত্র ও গায়ত্রী

• **উদ্দিষ্ট সমস্যা**: তীব্র আবেগী রাগ, চটজলদি ঝগড়া এবং দাম্পত্য কলহ।

• **এটি কিনে কাজ করে**: মঙ্গলের মন্ত্র জপ তীব্র সামরিক বা ক্ষীপ্র শক্তিকে আত্মসংযম এবং মানসিক সহনশীলতায় রূপান্তরিত করে।

• **মন্ত্র**: “ওঁ ক্রাং ক্রীং ক্রৌং সঃ ভৌমায় নমঃ”

• **অনুশীলন**: মঙ্গলবার সকালে পূর্বমুখী হয়ে লাল প্রবাল বা রুদ্রাক্ষের জপমালা ব্যবহার করে ১০৮ বার জপ করুন।

২. হনুমান চালিসা ও সুন্দরকাণ্ড

• **উদ্দিষ্ট সমস্যা**: সম্পর্কের বাধা, বৈরিতা এবং ব্যক্তিগত উদ্বেগ দূর করা।

• **এটি কিনে কাজ করে**: মঙ্গলের অগ্নিময় শক্তি নিয়ন্ত্রণের জন্য ভগবান হনুমান হলেন সর্বোত্তম দেবতা। নিয়মিত উপাসনা আক্রমণাত্মক প্রবণতাকে ভক্তি, আনুগত্য এবং সুরক্ষায় রূপান্তরিত করে।

• **অনুশীলন**: প্রতিদিন অথবা বিশেষ করে মঙ্গলবার ও শনিবার হনুমান চালিসা পাঠ করুন।

শাস্ত্রীয় আচার ও প্রতিকারমূলক দান

১. কুম্ভ বিবাহ / অর্ক বিবাহ

• **পদ্ধতি**: প্রকৃত বিবাহের আগে সম্পাদিত একটি ঐতিহ্যবাহী প্রতীকী বিবাহ। জাতক বা জাতিকার গুরুতর মঙ্গল দোষ থাকলে, তারা প্রতীকীভাবে একটি কলা গাছ, একটি অশ্বত্থ গাছ অথবা ভগবান বিষ্ণুর রৌপ্য/মাটির মূর্তির (কুম্ভ) সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

• **সুফল**: মঙ্গলের প্রাথমিক তীব্র অশুভ প্রভাবকে প্রতীকীভাবে শোষণ করে, যা ভবিষ্যতের মানবিক দাম্পত্য বন্ধনকে রক্ষা করে।

২. মঙ্গলবার ব্রত পালন (মঙ্গলবার ব্রত)

• **পদ্ধতি**: মঙ্গলবার হালকা উপবাস পালন করুন এবং সূর্যাস্তের পর দিনে একবার লবণহীন খাবার, দুধ বা ফল গ্রহণ করুন।

• **সুফল**: শারীরিক উত্তেজনা প্রশমিত করে এবং মানসিক আত্মনিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করে।

৩. হনুমান বা শিব মন্দিরে অর্ঘ্য নিবেদন

• **পদ্ধতি**: মঙ্গলবার মন্দিরে লাল মসুর ডাল, লাল ফুল, গুড় বা লাল চন্দনের পেস্ট অর্পণ করুন।

• **সুফল**: নিঃস্বার্থ সেবা ও দানের মাধ্যমে মঙ্গলের কঠোর ও সংঘাতমূলক প্রভাবকে প্রশমিত করে।

মাঙ্গলিকদের জন্য ৪টি বাস্তবসম্মত জীবনযাত্রার পরিবর্তন

• **২৮ বছর বয়সের পরে বিবাহ করুন:** রাশিকুণ্ডলীতে (Kundli) মঙ্গল সাধারণত ২৮ বছর বয়সে পূর্ণতা পায়। এই সময়ের পরে, মঙ্গল দোষের তীব্র আক্রমণাত্মক প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই কমে যায়, যা আবেগের ক্ষেত্রে আরও পরিণত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

• **কুষ্ঠি বিচার (Kundali Milan) করুন:** মঙ্গল দোষের সবচেয়ে কার্যকর প্রাকৃতিক প্রতিকার হলো অপর একজন মাঙ্গলিক সঙ্গীকে বিবাহ করা। উভয় সঙ্গীর কুণ্ডলীতে একই ধরনের মঙ্গলের অবস্থান থাকলে, তাদের পারস্পরিক শক্তি একে অপরকে ভারসাম্যপূর্ণ করে এবং সংঘাত দূর করে।

• **রাগ নিয়ন্ত্রণের সক্রিয় অনুশীলন করুন:** নিয়মিত ব্যায়াম, খেলাধুলা, মার্শাল আর্ট বা যোগাসনের মাধ্যমে অতিরিক্ত শারীরিক শক্তিকে ইতিবাচক দিকে চালিত করুন। শারীরিক পরিশ্রম অভ্যন্তরীণ হতাশা দূর করে সম্পর্কে কলহ প্রতিরোধ করে।

• **নিয়মিত রক্তদান করুন:** মঙ্গল রক্ত এবং শারীরিক প্রাণশক্তির কারক। স্বেচ্ছায় রক্তদান (শারীরিকভাবে উপযুক্ত হলে) একটি জীবনরক্ষাকারী কাজের মাধ্যমে মঙ্গলের শক্তির ইতিবাচক বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

জ্যোতিষশাস্ত্র শুধুমাত্র নির্দেশনার জন্য প্রদান করা হয়। জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের জন্য, অনুগ্রহ করে একজন যোগ্য পেশাদারের সাথে পরামর্শ করুন।